আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শরৎকালীন সংখ্যা

ভাদ্র ১৪৩১

দেখতে দেখতে শ্রাবণের দিনগুলো পেরিয়ে এসে পড়ল ভাদ্র মাস। শরত কাল। উৎসবের ঋতু। বর্ষার অঝোর বর্ষণ হয়ত আরো কিছুকাল আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না , কিন্তু সেই কাজল কালো মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে এর মধ্যেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে শরতের সোনা আলোর ঝলক। মনে পড়িয়ে দিচ্ছে এসে গেল উৎসবের কাল। এবারের বাংলাস্ট্রিটে তাই রইল সেই আসন্ন উৎসবেরই আগমনী ।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

সমাজবিদরা বলেন কোনো সমাজ কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে সে দেশের নারী-পুরুষের সম্পর্ক কীভাবে কাজ করে সেটা আগে বুঝতে হবে ভালো করে। কথাটা ফের বলে নিতে হল সম্প্রতি কলকাতার মতো একটি মহানগরীতে এক খোদ সরকারি হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় এক ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষিত হয়ে নৃশংসতম মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে । ৩৬ ঘন্টা ডিউটি করে, অর্থাৎ রোগী পরিষেবা দিয়ে, ওই ছাত্রী হাসপাতালের সেমিনার হলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।তার পর এই ঘটনা।

তদন্তে দেখা গেছে হাসপাতালে যথেষ্ট সিসিটিভি নেই,নিরাপদে বিশ্রাম করার মতো রেস্ট রুম, অন কল রুম নেই। ঘটনায় এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে কে , না একজন সিভিক পুলিশ। তার কাজ কী ? না, মানুষকে (পড়ুন নাগরিককে) নিরাপত্তা দেওয়া। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন ঘটনায় যুক্ত আছেন আরো একাধিক ব্যক্তি, নইলে যে নৃশংসতা সহ খুন হয়েছে তা সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও।কারণ, প্রথমেই তাদের তরফে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘটনার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে কেবল অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিই রাখেননি, সি বি আইকে তদন্তের ভার দিয়েছে উচ্চ আদালত।এবং স্বভাবতই সে তদন্ত চলছে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের মতো নাগরিকদের দিক থেকে বলার ইতিমধ্যেই যেহেতু এ রাজ্য সহ দেশের সর্বত্র দেখা যায় নানা শ্রেণি, তথা গোষ্ঠির মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব শিকড় গাড়ছে। এক ধরনের কাউকে , বিশেষ করে আইনি ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করার মনোভাব প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে সমাজের নানা স্তরে। বেড়েছে পারস্পরিক সংঘাতের বিষয়টিও।কখনো তা সামনে আসে , অধিকাংশ সময়ে আসে না। তাকে আড়াল করা হয় , চাপা দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও এরকম চাপা দেবার চেষ্টার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে

নানা মহল থেকে। যেহেতু বিষয়টি অনেক দূর অব্দি গড়িয়েছে, ফলে চাপা দেওয়া যাবে না, অপরাধীরা ধরা পড়বে অচিরেই, কিন্তু ঘটনাটি একটি বিরাট প্রশ্ন কিন্তু কেবল তুলেই দেয়নি , সে প্রশ্নকে সামনেও এনেছে যে, এখনও আমাদের সমাজে একজন নাগরিক তথা একজন নারীর নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছি আমরা ! যে আমরা শিল্প চর্চা করি, গান গাই, কবিতা লিখি সেই আমরাই আবার আমাদেরই মাথার মধ্যে আমরা ঠিক কতটা জিঘাংসা পুষে রাখি , লালন করি !

মানুষের সমাজে এই জিঘাংসা যে দূষনীয়, এই মনোভাব, বিশেষ করে নারীকে কেন্দ্র করে এরকম মনোভাব মুছে ফেলার দায় সর্বাংশে কিন্তু মানবিকতার । এই বোধটুকু অন্তত আমরা যতদিন না আমাদের চারপাশের মানুষের মনে প্রোথিত করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত এইরকম ঘটনা কি থামানো যাবে আদৌ ?

সূচিপত্র

চমকে দিলেন ট্রাম্প Page 6
অলকনাথ দে সরকার

কেমন আছে হিমালয় Page 8
দেবেশ রায়

চলে গেলেন পোকেমনের প্রখ্যাত গায়িকা Page 10
রহিত সরকার

প্রকৃত স্বাধীনতা বনাম নকল স্বাধীনতা Page 12
দিব্যসুন্দর দাশগুপ্ত

চ্যালেঞ্জের সামনে বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকার Page 15
অনুতোষ সরকার

চলে গেলেন একজন প্রকৃত পরিশীলিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব Page 17
রাজীব দাশ

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (ষষ্ঠ পর্ব) Page 19
আদিত্য ঠাকুর

ফিরে দেখা (ষষ্ঠ পর্ব) Page 23
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (ষষ্ঠ পর্ব) Page 26
বাবলু সাহা

ইউরোপের ডায়েরি (সপ্তম পর্ব) Page 29
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

রঙে রেখায় রাজপুতানা (ষষ্ঠ পর্ব) Page 34
আদিত্য সেন

অন্য জগৎ Page 37
নিজস্ব প্রতিনিধি

লেখা ১

চমকে দিলেন ট্রাম্প

অলকনাথ দে সরকার

আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। আর ঠিক এই মুহূর্তেই স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসা রীতিমতো চমকে দিয়েছে সারা বিশ্বের ওয়াকিবহাল মহলকে ! সরগরম আমেরিকা। এর মধ্যেই রীতিমতো চমকে দিয়েছেন ট্রাম্প। শুধু পুতিন কেন , সবাইকে হতবাক করে দিয়ে শি জিনপিংয়ের গুণগানও গাইলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এ যেন ভূতের মুখে রাম নাম। বিতর্ক উস্কে দিয়ে টেসলার সিইও ইলন মাস্ককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, ‘ওঁরা এই খেলার সেরা খেলোয়াড়।’ সঙ্গে জুড়ে দেন, ‘ওঁদের মোকাবিলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন।’

পুতিন, কিম জং উনকে ডিক্টেটর হিসাবেই দেখে গোটা বিশ্ব। তবে ট্রাম্পের মতে, ‘ওঁরা ওঁদের দেশকে ভালোবাসেন, এটা ভালোবাসার এক ভিন্ন রূপ।’ ট্রাম্পের দাবি, পুতিন তাঁকে সম্মান করেন। তিনি বলেন, ‘আমি এক সময়ে পুতিনের সঙ্গে ছিলাম। খুব সম্মান দিয়েছিলেন। তবে ইউক্রেন নিয়ে কথা বলতে হবে। এটা ওঁর চোখের মণি ছিল। আমি ওঁকে বলেছিলাম, এটা করবেন না।’ মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনকে ‘স্লিপি জো’ বলে কটাক্ষ করে ট্রাম্পের দাবি, বাইডেনের আমলে এক অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে পড়েছে আমেরিকা। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে রাষ্ট্রপতি থাকলে এমনকি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ অব্দি করত না বলেও দাবি করেছেন ট্রাম্প।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে সম্প্রতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক সাক্ষাৎকার নেন এলন মাস্ক। আর সেখান থেকেই বিশ্বজোড়া এই বিতর্কের সূত্রপাত। এই সাক্ষাৎকারে সীমান্ত সমস্যা থেকে বিদেশ নীতি সমস্ত কিছু নিয়ে একদম খোলামেলা কথা বলেন ট্রাম্প। তবে সাক্ষাৎকার শুরুর আগেই বাঁধে গন্ডগোল। সাইবার হানার মুখে পড়ে এক্স প্ল্যাটফর্ম। অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন এলন মাস্ক। তিনি জানিয়েছেন, সাক্ষাৎকার বানচাল করতে 'ব্যাপক ডিডিওএস অ্যাটাক' পর্যন্ত করা হয়েছিল।

এবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন এলন মাস্ক। বিশেষ করে বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর। তবে শুরুর দিকে বাইডেনের দিকেই ঝুঁকে ছিলেন মাস্ক।

হিসেব মতো গত মাসে ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। আর তারপর থেকেই মাস্ক ভিড়েছেন ট্রাম্পের শিবিরে। ২০২১ সালে ক্যাপিটাল হামলার পর ট্রাম্পকে ব্যান করে ট্যুইটার। এরপর মিসিসিপি দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ট্যুইটার কিনে নিয়েছেন মাস্ক। নাম পাল্টে করেছেন এক্স। তারপরই ট্রাম্পের উপর থেকে ব্যান তুলে নেওয়া হয়। বর্তমানে এক্সে ব্যাপক প্রচার করছেন ট্রাম্প।

আমেরিকার আসন্ন এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক মহলে জোর সাড়া পড়ে গেছে। আর এর মধ্যেই ট্রাম্পের তরফে এই বোমা ফাটানোর জেরে অনেকের অনেক হিসেবই নতুন করে করতে বসতে হচ্ছে বলে ওয়াকিবহালকে জানাচ্ছেন মুখপাত্ররা। এবার দেখার যে সত্যিই হিসেবটা বদলায় কিনা।

লেখা ২

কেমন আছে হিমালয়

দেবেশ রায়

লাগাতার বৃষ্টির জেরে ভূমি ধসে জেরবার উত্তরের পাহাড়! কারণ জানালেন বিশেষজ্ঞেরা। এই পাহাড়ের বয়স কম, সর্বক্ষণ জলে ভিজে থাকাতেই বাড়ছে বাড়ছে সমস্যা, তাই বাড়ছে ভূমিধস।

আগে টানা বৃষ্টি হলেও পাহাড়ে এত পরিমাণ ধসের খবর সংবাদের শিরোনামে আসেনি। কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ের রাস্তায় ভূমি ধস এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে পাহাড়ে বসবাসকারীদের বর্ষায় নাজেহাল দশা। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এই পাহাড়ের কম বয়স।মূলত, হিমালয় একটি ভঙ্গিল পর্বত। যার প্রতিটি ভাঁজে আজও বিরাজমান তারুণ্য। পাহাড়ের বরফগলা জলকে অনেক উঁচুতে আটকে রেখে বিদুৎ তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। আর এই কারণেই প্রায় সারা বছর জলে ভিজে থেকে আলগা হচ্ছে তরুণ ভঙ্গিল পর্বত হিমালয়।

এই বিষয়ে ভূবিশেষজ্ঞদের অভিমত, তিস্তার মতো পাহাড়ি নদীর জল বিদুৎ তৈরীর জন্য অনেক বেশী উচ্চতায় জল ধরে রাখতে হচ্ছে, যে কারণে ক্যাপেটারি অ্যাকশনে তরুণ ভাঁজ পর্বত জলে ভিজে নরম হয়ে থাকছে সাড়া বছর। অতি বৃষ্টিতে সেই নরম পাহাড় ভেঙ্গে বিপত্তি ঘটাচ্ছে নিত্যদিন। সেই সঙ্গে রয়েছে অবৈজ্ঞানিক ভাবে বৃক্ষ নিধন। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শুরু করে জীববৈচিত্রের আমূল পরিবর্তন.. সব মিলিয়ে এখনও

গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলছে অনেক নরম পাহাড়, তাই একটু বৃষ্টি হলেই ধসে পড়ছে বারংবার। বিশেষজ্ঞদের কথায়, প্রকৃত অর্থে নমনীয় শীলার পাহাড়ের রূপ পেতে হিমালয়কে আরও ৫০০ বছর সময় দিতে হবে আমাদের। তবেই হয়তো এই সমস্যার খানিক হলেও সমাধান হবে।

লেখা ৩

চলে গেলেন পোকেমনের প্রখ্যাত গায়িকা

রহিত সরকার

স্তন ক্যানসার কেড়ে নিল জনপ্রিয় শিল্পীর প্রাণ। মারণ রোগের কাছে হার মেনে মাত্র ৪৬ বছর বছর না ফেরার দেশে চলে গেলেন জনপ্রিয় কার্টুন শো 'পোকেমন' – এর কন্ঠশিল্পী রাচেল লিলিস।

সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। একের পর এক তারকারা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ২০২৪– এর শুরু থেকেই একাধিক নক্ষত্র না ফেরার দেশে চলে গেছেন। এই চলে যাবার স্রোতেই প্রয়াত হলেন রাচেল। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়েছে বিনোদন জগতে।

আর কোনোদিনই শোনা যাবে না তাঁর অসম্ভব মিষ্টি আর সুরেলা কন্ঠস্বর, যা মুহূর্তে সুরের যাদু ছড়িয়ে দিত শ্রোতার মনে । তাঁর কন্ঠে পাগল ছিল গোটা বিশ্ব। মাস তিনেক আগেই স্তন ক্যানসার ধরা পড়েছিল তাঁর। তারপর থেকে চলছিল চিকিৎসা। অবশেষে আর শেষ রক্ষা হল না। নিঃশব্দেই অকালে চলে গেলেন তিনি।

পোকেমনে মিস্টি, জেসি, জেগলিপাফ ইত্যাদি চরিত্রে ভয়েসওভার দেন রাচেল। এছাড়াও বিশ্বজুড়ে অনেক অ্যানিমেশন সিরিজ, কার্টুন এবং ভিডিও গেমে তিনি তার কন্ঠ দিয়েছেন এবং বিশ্বজুড়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই তাঁর সহকর্মী ও ভক্তরা তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

ভার্নিকা টেলর বলেছেন, ‘আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সঙ্গে এই খবরটি শেয়ার করছি যে রাচেল লিলিস মারা গেছেন। রাচেল ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা। যখনই তিনি কথা বলতেন বা গান গাইতেন , তার উজ্জ্বল কন্ঠ মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে আকৃষ্ট করত। তিনি তাঁর অ্যানিমেটেড ভূমিকার জন্য সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা ভবিষ্যতে তাঁর জন্য একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছি।’

লেখা ৪

প্রকৃত স্বাধীনতা বনাম নকল স্বাধীনতা

দিব্যসুন্দর দাশগুপ্ত

কেবল উপনিবেশের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দেশি মানুষের হাতে শাসন ভার চলে আসার মানেই কি স্বাধীনতা ? অন্তত প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে কি কেবল এইটুকুকেই বুঝব আমরা ? ২০২৪ সালে এসে দেশের পাশে বাংলাদেশে যখন নানা সময়ে এই স্বাধীনতার প্রশ্নটা বড়ো হয়ে উঠছে তখন বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার বলেই মনে হয় । কেবল বাংলাদেশ কেন, এই গোটা ঔপনিবেশিক বিশ্বেই এ প্রশ্নের বয়স কম করেও একশো বছর বা তার কিছু বেশি।আমাদের দেশে স্বয়ং জবাহরলাল নেহরুর কথাতেই নানা সময়ে এই প্রসঙ্গ বড়ো হয়ে উঠে এসেছে। তাঁর মনে হয়েছিল প্রকৃত স্বাধীনতার পাশাপাশি নকল স্বাধীনতার অস্তিত্ব যে একেবারে নেই তা নয়।১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ অব্দি আমাদের দেশে বামপন্থীরাও এই আসল স্বাধীনতা আর নকল স্বাধীনতা নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁদের স্লোগানই ছিল ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ ভুলো মৎ । অবশ্যি তাদের প্রতর্কটা ছিল ভিন্ন মেরুর , অন্তত জবাহরলালের থেকে তো বটেই। এমনকি এই মুহূর্তেও সারা বিশ্বে বেশ কয়েকটি দেশে এখন চলছে এই বিতর্ক।

অর্থাৎ সময়ে সময়ে স্বাধীনতার ধারণা দেখা যাচ্ছে কিছুটা হলেও বদলে যাচ্ছে। এটা যেতেই পারে। আধুনিক বিশ্বে দার্শনিক ভাবুকরা প্রকৃত স্বাধীনতার পরিধি নিয়ে নতুন করে ভাববেন এটা স্বাভাবিকও বটে। কারণ, সময় যত বদলায় স্বাধীনতার ধ্যান ধারণাও যে তাল রেখে বদলাতে বাধ্য এতে অবাক হবার কিছু সে ভাবে নেইও।

স্বভাবতই তখন প্রতি ক্ষেত্রে সন্ধান চলবে প্রকৃত স্বাধীনতার অন্বেষণের । এমন কোনো নীতির খোঁজ চলে যা সেই রাষ্ট্রের , তথা জাতি-রাষ্ট্রের নাগরিক যাঁরা তাঁদের প্রতি ন্যায় বিধান করবে। এবার , যখন দেখা যায় কোনো রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকই ন্যায়ের প্রাপক হতে পারছেন না তখনই বাধে আসল গন্ডগোল। এই গন্ডগোলের প্রসঙ্গে যাবার আগে প্রশ্ন হতে পারে প্রতিটি নাগরিক ন্যায় পাচ্ছেন না কেন ? দুটো কারণে না পেতে পারেন। এক নম্বর কারণ হতে পারে শ্রেণিগত বৈষম্য , আর দ্বিতীয়ত, এমন হতেই পারে যে, যে জাতি সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতায় তার বিচারে তারা 'অপর' । এবং 'অপর ' -এর ন্যায় বিচারের অধিকার নেই বলেই তারা ন্যায্য নাগরিক অধিকারবলে তা পাবে না। তাদের পিটিয়ে খুন করা হবে, তাদের সঙ্গে বা তাদের চিহ্নিত করার জন্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হবে।তখন তাঁর বা তাঁদের প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। তাঁরা সেই স্বাধীনতার জন্য দাবি জানাবেন কার কাছে ? না, যে বা যারা তাঁকে অপর বলে চিহ্নিত করে তাঁকে প্রাপ্য ও ন্যায্য ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করছে তাদেরই কাছে ।

অর্থাৎ ? অর্থাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা বিষয়টিও যে সব সময় সবার কাছে সমান ভাবে পৌঁছবে তা না-ও হতে পারে । হতে পারে কেন, পৌঁছবে না-ই। এবং এই প্রকৃত স্বাধীনতার যে দাবি এর মধ্যে কী কী বিষয় নিহিত থাকতে পারে ? বলা বাহুল্য এটা সম্পূর্ণ রাজনীতির বিষয়। এই রাজনীতিটা কীরকম ? এটা হল স্পষ্টতই অতিজাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার বিষয়। আজকের বিজেপি এই ধ্যানধারণা থেকেই আজ ভারত এবং ইন্ডিয়ার বিষয়টিকে রূপ দিয়েছে। বিজেপির ভারত কোনো মতেই ১৯৪৭-এর ইন্ডিয়ার একই রূপ নয়। এবং নয় বলেই বিজেপি ভারত সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে একবগগাভাবে এগোতে গিয়েও ধাক্কা খাচ্ছে, এবং শেখ হাসিনাও মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হওয়া বাংলাকে নিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আজকে যাঁরা বাংলার দায়িত্বে এলেন তাঁদের সামনে। এইখান থেকেই ওপার বাংলার আজকের পরিচালকদের প্রবল ভাবে প্রচার করতে হল ওখানকার জাতীয় সংগীত নিয়ে। ভারতে গৈরিক অতিজাতীয়তাবাদীদের বিবিধ আক্রমণ সামলাতে হচ্ছে বটে আমাদের । এটা ঘটনা যে, যথেচ্ছ আক্রমণ সত্বেও কিন্তু ভারত নামক ধারণাটি এখনো বহুলাংশে সজীব , যেটা ও বাংলায় জাতীয় সংগীতের ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হল বরদাস্ত করা হবে না।ভারতে বহু

চেষ্টাতেও এটা করা যায়নি। আজ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আশা রাখা যাক ভবিষ্যতেও এটা করা যাবে না।

লেখা ৫

চ্যালেঞ্জের সামনে বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকার

অনুতোষ সরকার

শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগ বুঝিয়ে দিয়েছে ছাত্রসমাজ তাদের আন্দোলনকে এক পর্যায়ে সফল করতে পেরেছে। কয়েকশো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এসেছে এই সফলতা। দাউদাউ আগুন জ্বলেছে, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ী, মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি, লুটপাট তবেই পতন হয়েছে কর্তৃত্ববাদী সরকারের। বাংলাদেশে এখন নতুন অন্তর্বর্তী সরকার। এখনও আগুন নেভেনি পুরোপুরি, অশান্তি বিরাজ করছে বহু জায়গায়, প্রকাশ্যে অথবা আড়ালে ক্ষোভ-ঘৃণা-আক্রোশ-বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে থেকে থেকেই। সামনের দিনগুলি যে বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সহজ বা সুখের নয় সেকথা বিশ্লেষকদের মতামতে স্পষ্ট হচ্ছে, তাঁরা বলছেন, নতুন অন্তর্বর্তী সরকার কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে, তাদের আরো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বাংলাদেশি টাকার দাম, মাথা পিছু আয় , বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার - সবই কমছিল। সেই সঙ্গে দ্রুত হারে বাড়ছিল মুদ্রাস্ফীতি আর বেকারত্ব। তাতেই বাংলাদেশের অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। হাসিনার বিদায়ের কয়েক দিন আগে থেকেই সে দেশে শুরু হয়েছিল শিক্ষার্থীদের কোটা বিরোধী বিক্ষোভ। জুলাই মাসেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি করা হয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কলকারখানা, দোকানপাট। যার প্রভাব সরাসরি

পড়েছিল অর্থনীতির ওপর। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে আন্দোলন থিতিয়ে যায়। কিন্তু তার কয়েক দিন পরে হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়। এই অবস্থায় ক্ষমতাচ্যুত হন হাসিনা। দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। তারপর দিনই বাংলাদেশ থেকে কার্ফু প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর দেশজুড়ে শুরু হয় নৈরাজ্য। এই পরিস্থিতি কোভিড মহামারির সময়ের মত পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

হিসেব মতো টানা ১৫ বছর বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিলেন শেখ হাসিনা। বিশেষজ্ঞদের দাবি হাসিনার আমলে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি। যার মধ্যে ২০১১ সাল থেকে ১৯ সাংল পর্যন্ত একটানা ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল বাংলাদেশের ডিজিপি। ২০১৬ সালের পরে দেশের মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে গিয়েছে ৬ শতাংশের নিচে। ২০১১ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হারে বেড়ে হয়েছিল ২.১৫৪ মার্কিন ডলার। কিন্তু এই বৃদ্ধি ধাক্কা খায় কোভিড মহামারির সময়। তবে করানোকাল থেকে শেখ হাসিনার হাত ধরে ২০২৪ সালে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি।

হাসিনা পদত্যাগের তিন দিনের মাথায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম মহম্মদ ইউনুস। তিনি অর্থনীতিবিদ। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতির হালও তাঁর কাছে স্পষ্ট। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা হয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাঙ্কের গভর্নর, সালেহউদ্দিন আহমেদ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পথে নিয়ে আসা , ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরানই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশকে স্বাভাবিক করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ।

লেখা ৬

চলে গেলেন একজন প্রকৃত পরিশীলিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

রাজীব দাশ

চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সি পি আই এম দলের বরিষ্ঠ নেতাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং প্রবীণ বামপন্থী নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । তিনি কয়েক বছর ধরে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি রোগে ভুগছিলেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ২০০০ সালে দেশের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যখন তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করেছিলেন ন্তখন বুদ্ধদেববাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, তিনি ২০০১ এবং ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে টানা জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বামপন্থীদের মধ্যে সংস্কারবাদী হিসেবে পরিচিত বুদ্ধদেববাবু, বিশেষ করে রাজ্যে শিল্পায়ন আনার চেষ্টা করার জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন। তিনি সিঙ্গুরে একটি টাটা ন্যানো প্ল্যান্ট স্থাপন এবং নন্দীগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পনা করার পিছনে ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলেই বাংলা আইটি এবং আইটি সক্ষম পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দেখেছিল।

কিছুদিন ধরেই তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। সম্প্রতি ফের বুদ্ধদেববাবুর শ্বাসকষ্ট প্রকট আকার ধারণ করে। তাঁর অবস্থার আরো অবনতি হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রয়াণের পর বামপন্থী সহ সমস্ত মহলে এক ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি হয়, যা থেকে ধরে নেওয়াই যায় যে, আগামী দিনে তাঁর মূল্যায়ন নতুন করে হবে নিঃসন্দেহে। মধ্যবিত্ত বাঙালি কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁকে আগামী দিনে মানুষ যেমন মনে রাখবে তেমনি তাঁর প্রয়াণের পর সামাজিক মাধ্যমে তাঁর যে সব প্রয়াণলেখ পাওয়া গেছে তা থেকে বেশ টের পাওয়া যায় মানুষ তাঁকে মনে রেখেছে অবশ্যই তাঁর অনমনীয় মনোভঙ্গির জন্যে, যা থেকে আজ রাজ্য অনেকটা হয়ত উপকৃত হলেও হতে পারত। তাঁর রেখে যাওয়া বই, কাগজপত্র প্রমাণ করে তিনি যতটা রাজনীতিবিদ ছিলেন তার থেকেও বেশি ছিলেন একজন সতত সচেতন সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব – যত দিন যাচ্ছে এ রাজ্যে যার অভাব আমরা বেশি বেশি করে অনুভব করছি এবং যত দিন যাবে আরো গভীরভাবে করব, বা বলা ভালো, করতে বাধ্য হব।

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (ষষ্ঠ পর্ব)

আদিত্য ঠাকুর

বেদের কালে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে যজ্ঞ হত। এক অমাবস্যায় উত্তরায়ণ শুরু হলে ষষ্ঠ অমাবস্যার পরবর্তী পঞ্চম/ষষ্ঠ তিথিতে দক্ষিণায়ন শুরু হবে। তখন বর্ষা শুরু, শস্য বপনের কাল। এই কারণে বর্ষা ঋতুর প্রথম মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতিথি লক্ষ্মীর তিথি হয়েছে।

আবার এক অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন হলে, ছয় চান্দ্রমাসের পরের পঞ্চম/ষষ্ঠ তিথিতে উত্তরায়ণ দিবস হবে। সেই দিন সরস্বতী পূজা হয়। স্পষ্ট হচ্ছে লক্ষ্মী-সরস্বতী একই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনার দুটি প্রান্তিক রূপ।

দুটি অয়ন দিবস প্রতিবছর একই দিনে একই সময়ে ঘটে না। প্রতিবছর অয়ন দিবসের সময় তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৫ ঘন্টা ৪০ মিনিট থেকে প্রায় ৬ ঘন্টা পরে আসে, ফলে অয়ন দিবসও স্থির থাকে না। অয়ন দিবসের সাথে পৃথিবী ও সূর্য সম্পর্কিত, কিন্তু চাঁদের চলন, অয়ন দিবসের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। অতএব কোন এক

উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন দিবসে অমাবস্যা থাকলেও তার পরবর্তী বছরে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন দিবসে অমাবস্যা হবে না।

সুতরাং কোনও এক দক্ষিণায়ন দিবসে অমাবস্যা তিথি ছিল এবং তারপর ছয় চান্দ্রমাসের ছয়টি অমাবস্যার পরে যে তিথিতে উত্তরায়ণ হয়েছিল তা ছিল শুক্ল পঞ্চমী তিথি এবং সেই তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়েছিল। অর্থাৎ দেখা গেল,
(১) উত্তরায়ণ অমাবস্যায় হলে, উত্তরায়ণের পরবর্তী ষষ্ঠ অমাবস্যার ঠিক পরের শুক্ল পঞ্চমী/ষষ্ঠী তিথিতে দক্ষিণায়ন হবে এবং লক্ষ্মী পূজা হত।
(২) আবার দক্ষিণায়ন অমাবস্যায় হলে উত্তরায়ণ হবে, দক্ষিণায়ন পরবর্তী ষষ্ঠ অমাবস্যার ঠিক পরের শুক্ল পঞ্চমী/ষষ্ঠী তিথিতে এবং সেই তিথি শ্রীপঞ্চমী তিথি নামে পরিচিত হয়েছিল এবং সেই দিন সরস্বতী পূজা বিহিত ছিল।

এখন আমরা সরস্বতী পূজা হতে দেখি মাঘ শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে। প্রাচীন কালে কোনও এক সময়ে মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হত। আগে বলা হয়েছে শ্রবণা নক্ষত্রের কথা। শ্রবণা নক্ষত্রে অমাবস্যা সংঘটিত হলে শুক্ল পঞ্চমী হয় রেবতী বা অশ্বিনী নক্ষত্রে। চান্দ্রমাঘ মাসে শুক্ল অষ্টমী তিথিতে মহাভারতের চরিত্র ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। ভীষ্মের মৃত্যু অবশ্য কোন বিশেষ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়। তবে ভীষ্মের মৃত্যু একটি বিশেষ তিথিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। মাঘ মাসে উত্তরায়ণের সাথে সরস্বতী পূজা এবং ভীষ্মের মৃত্যুর মাঝে খুব বেশী সময়ের ব্যবধান হওয়ার কথা নয়। তবে যেহেতু শ্রীপঞ্চমীর উল্লেখ মহাভারতে আছে সুতরাং শ্রীপঞ্চমীর নৈসর্গিকতা নিশ্চিত ভাবেই মহাভারত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে। শ্রবণা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হলে বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হত কৃত্তিকা নক্ষত্রে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শারদ বিষুব ক্রান্তিপাতের শ্রীপঞ্চমী এবং কার্তিকেয়র উৎপত্তি সমসাময়িক।

অয়ন চলনের কারণে বাসন্ত ক্রান্তিপাত বিন্দুর বর্তমান অবস্থান উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং অয়নাংশ ২৪° ১২′। অয়নাংশের অর্থ অশ্বিনী নক্ষত্রের পশ্চিম বিন্দু বা মেষরাশির পশ্চিম বিন্দু হতে পশ্চিম দিকে ক্রান্তিপাত বিন্দুর আকাশ পথে ক্রান্তিবৃত্ত বরাবর কৌণিক দূরত্ব। সুতরাং ক্রান্তিপাত বিন্দুর বর্তমান অবস্থান রেবতীনক্ষত্র পেরিয়ে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের পূর্ব বিন্দু হতে ১০° ৫২′ পশ্চিমে অথবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের পশ্চিম বিন্দু হতে ২° ২৮′ পূর্বে। তুলারাশির পূর্ব প্রান্ত ও বৃশ্চিকরাশির পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী কোনও বিন্দুতে শারদ বিষুব ক্রান্তিপাতের সময়ে কুমার কার্তিকের জন্ম।

সুতরাং মেশরাশির পূর্ব বিন্দু থেকে অয়ন চলনের ফলে বর্তমান অবস্থানে ক্রান্তিপাত বিন্দুর সরণের পরিমাণ = সমগ্র মেষরাশির ৩০° + বর্তমান অয়নাংশ ২৪° ১২′ = ৫৪° ১২′। এই ৫৪° ১২′ আকাশ পথে সরে আসতে অয়নচলনের সময় লেগেছিল প্রায় ৩৯১৩ বা ৩৯১৪ বছর (কম্পিউটারের হিসাব) অর্থাৎ ১৮৯০ বা ১৮৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সেই প্রাচীন সময়েই কুমার কার্তিকের উৎপত্তি ও সরস্বতী পূজার প্রচলন হয়েছিল।

দেবী লক্ষ্মী এবং দেবী সরস্বতী সম্পর্কিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাওয়া যায়, এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের “সরস্বতী” প্রবন্ধটি। পার্থিব দেবী সরস্বতী, সরস্বতী নদী এবং প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার এক অপূর্ব মেলবন্ধনের সন্ধান মেলে তাঁর রচনায়। বর্তমান প্রবন্ধে সেই কারণে সরস্বতীকে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যে সম্ভাব্য সময়ে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল তা নির্ণয় করা হয়েছে। এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের “পূজা-পার্বণ” বইটির তথ্যকে প্রামাণ্য ভিত্তি ধরা হয়েছে।

মেষরাশি ও বৃষরাশির সংযোগ স্থলে বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হত প্রায় ১৮৯০/৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সেই সময় কালে শারদ বিষুব ক্রান্তিপাতের সময় দেবসেনাপতি কার্তিকের উদ্ভব হয়েছিল। কৃত্তিকা নক্ষত্রে সায়নবর্ষ শুরু হত। বর্তমানের ঋতু বিন্যাসের সাথে সেই যুগের ঋতু বিন্যাসের পার্থক্য ছিল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এই দুটি মাস ছিল বসন্ত ঋতুর

অন্তর্গত। বছরের অন্যান্য ঋতুগুলিও এই ক্রমেই বিন্যস্ত ছিল। ১৮৯০/৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীষ্মঋতুর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাপ্তি ছিল আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে। এভাবেই ভাদ্র-আশ্বিন ছিল বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত। কার্তিক-অগ্রহায়ণে ছিল শরৎ ঋতু। পৌষ-মাঘ মাস দুটি ছিল হেমন্ত ঋতুর অন্তর্ভুক্ত আর ফাল্গুন-চৈত্র মাস ছিল শীত ঋতুর অন্তর্গত।

সায়ন বর্ষ পশ্চিম দিকে চলমান। সেই কারণেই প্রাচীন কালের ধর্মকৃত্য স্মৃতি হিসাবেই পালিত হয় এখন। যে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কারণে একটি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তা বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে, থেকে গেছে স্মৃতির স্মরণ। স্মৃতিপরম্পরা ভঙ্গ হয়নি, সরস্বতী পূজা বা শ্রীপঞ্চমী তিথি উদযাপন এখন শুধুমাত্র ধর্মকৃত্যের স্মৃতির স্মরণ।

<u>গ্রন্থ ও অন্যান্য ঋণ:</u>

পূজা-পার্বণ – যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
সরস্বতী – অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
মহাভারত – মহামহোপাধ্যায় হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ
ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র – বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ
ছবি – অন্তর্জাল
Software – SkyMap Pro 11

ফিরে দেখা (ষষ্ঠ পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

এবার আসি বেহালা ট্রামডিপো অঞ্চলের সেই ইলোরা সিনেমা হলের কথায়। আগেই এই হল তৈরী হওয়ার ইতিহাস বলেছি (অজন্তা হলের মালিকানা প্রসঙ্গে)।

এই ইলোরা হলেও তিন ধরনের ছবি প্রদর্শন হত। তারমধ্যে নুন শো এ চলতো পুরাতন কোনও হিন্দী ছবি, বাকী তিনটি শো এ হিন্দী ও বাংলা ছবি। তবে নুন বা মর্নিং শো তে ইংরেজী ছবিও প্রদর্শিত হতো। এছাড়া বহু ভালো ভালো আর্ট ফিল্ম (তখনকার সময়ে ব্যবহৃত) মুক্তি পেতো এই হলে।

বহু ভালো বাংলা ছবি এই হলে একসময়ে সাড়ম্বরে শুভমুক্তি পেয়েছে। বিশেষ করে তরুণ মজুমদার পরিচালিত ছবিগুলি, যথা : শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, সংসার সীমান্তে, ফুলেশ্বরী, বালিকা বধূ, দাদার কীর্তি, আলো প্রভৃতি। এমনও হয়েছে যে, তখন কোনও বাংলা বা হিন্দী জনপ্রিয় সিনেমা, একই অঞ্চলের দুটি হলে একসাথে মুক্তি পেতোনা, কিন্তু কিছু ছবির ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতো। যেমন তারমধ্যে একটি ছিল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ' গুপি গাইন বাঘা বাইন ' , যেটি একইদিনে বেহালার অজন্তা এবং ইলোরা হলে মুক্তি পেয়েছিল।

ইলোরা হলের টিকিট কাউন্টার ছিল বাইরের দিকে। মূল প্রবেশপথে কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সামনেই ছিল গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসার আসন, ড্রেস সার্কেলএবং ডি সি ব্যালকনিতে বসে দেখতে গেলে বামদিকের সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে হতো। এই ড্রেস সার্কেলের টিকিটের মূল্য ছিল তুলনামুলক অনেকটাই বেশি। এটি ছিল সবার উপরে একটি আলাদাভাবে ঘেরা জায়গায় দামী ও আরামদায়ক সোফাসেট রাখা মোটামুটি ৪জনের আরামদায়কভাবে একসাথে বসে সিনেমা দেখার জায়গা।

আর, এর আরেকটি বিশেষত্ব ছিল এই হলের পর্দা। যা বেহালার অন্য কোন হলে ছিলনা। অন্যান্য হলের পর্দা যেমন সিনেমার শো শুরু হওয়ার আগে দু পাশে সরে যেত, এই হলে সেখানে সুদৃশ্য ঝালর লাগানো কালচে লাল রঙের পর্দা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে উন্মোচন হতো। তখন এ সি র কোনও বালাই ছিলনা, মাথার উপরে এবং দেওয়ালের গায়ে লম্বা লোহার রডের মাথায় সিলিং ফ্যান লাগানো থাকতো।

এবার আসি এই হল নিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে।

যদিও এদের দৌরাত্ম্য ছিল তখনকার শহর কলকাতার অনেক সিনেমা হলেই ; আজও তৎকালীন অনেক সিনেমাপ্রেমী দর্শক অনেকেই এনাদের উপরে মারাত্বক রকম খাপ্পা ; তেনারা হচ্ছেন তৎকালীন হলের টিকিট ব্ল্যাকার। এবং টিকিট কাউন্টারের ভগবান সম মানুষেরা, যাদের

সাথে (এবং লোকাল থানার আইন কানুন রক্ষাকারী পুলিশ) টিকিট কাউন্টারের কর্মীদের মোটা কমিশনের যোগাযোগ ছিল,

এদের ছাড়া তখনকার সিনেমা হলের ছবি না বললে কিন্তু ৭০-৮০-৯০ এর দশকের সিনেমার ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। বেহালা এবং শহর কলকাতার সিনেমাহলের প্রাক্তণ ইতিহাস সম্পূর্ণ হলে, বাকী কলকাতার হল সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে যা জানি , সেটি অবশ্যই আমার পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

এর পর আগামী সংখ্যায়

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (ষষ্ঠ পর্ব)

বাবলু সাহা

সামনেই বড় টেবিল ঘিরে বনদপ্তরের তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। পলাশ নিজের পরিচয় না দিয়ে ওনাদের কাছে একরাত থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে, ওনাদের তরফ থেকে উত্তর এলো যে, ওই বাংলোয় বন দপ্তরের বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। পলাশকে অফিসে রেখে আমি বাইরে বেরিয়ে আগের বাংলো, যেখানে আমরা রাত কাটিয়েছি, সেখানে ফোন করলাম। মুখ্য বনপাল জানালেন যে, হিজলী শরীফ এ আমাদের থাকার অনুমতি পাওয়ার জন্য উনি উপর মহলের পূর্বেকার মহিলা অফিসারের সাথে ফোনে কথা বলে একটু পরেই জানাচ্ছেন।

আমি বাংলো থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার সামনেই দেখি চারিদিকে গাছপালা ঘেরা, একটু উঁচু লম্বা উঠোন বা বারান্দা করা সারসার nকয়েকটি সাধারণ ছোট ছোট ঘর, ঘরগুলি সিমেন্টের তৈরী হলেও, ঘরগুলির উপরের ছাদ টালির এবং তারউপরে মোটা করে খড়ের ছাউনি দেওয়া। কৌতূহলবশত কাছে এগিয়ে খোঁজ করতেই একজন বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এলেন। ওনার সাথে কথা বলে বুঝলাম যে, এই ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। মূলতঃ যারা বাইরে থেকে হিজলী শরীফ মাজারে আসেন, তারাই থাকেন এখানে। বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়। সেকারণে জুম্মাবার ধরে বৃহস্পতি – শুক্র এবং শনিবার বাদ দিলে, সপ্তাহের বাকি দিনগুলো ফাঁকা আর নির্জন থাকে।

একটু পরেই সেই মহিলা অফিসারের ফোন এলো। উনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানালেন যে, আমাদের ওই বন বাংলোয় রাত্রীযাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আমিও সবিনয়ে জানালাম কৃতজ্ঞ স্বীকার করে যে, আমদের রাত্রি যাপনের সুন্দর ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নিয়েছি। বন বিভাগের বাংলো থেকে বেরিয়ে আসার পর, পলাশকে রাতের ঘর দেখাতেই ওর মুখ থেকে একটাই শব্দ বেরিয়ে এলো ' বাহ্ '।

আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম, সেই গ্রামের নাম ' নিজকশবা ' (যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরের পর্বের ধারাবাহিক নিয়ে লেখায় বলবো)। এরপর আমরা আমাদের স্যক ঘরে রেখে বেরিয়ে এলাম হিজলী শরীফ সী বিচ এর উদ্দেশ্যে। সামান্য কিছুটা দূরে বালিয়াড়ি রাস্তা ধরে এগোলেই ঘন ঝাউবন এর সারি (যা কিনা বর্তমানে মেকি উন্নয়নের ঠ্যালায় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে দিঘার সমুদ্র সৈকতে), তারপর আদিগন্ত বিস্তৃত খোলা সৈকত। সমুদ্রে তখন ভাটার সময়। গভীর সমুদ্র প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার দূরে, যেখানে মাছধরা ট্রলারের সারি। আর জোয়ারের সময়েও অন্যান্য সমুদ্রের মত উথাল পাথাল ঢেউ থাকেনা, বড়জোর হাঁটু অবধি জল। যেহেতু সেদিন রবিবার ছিল, সেহেতু কিছু দূরের গ্রামের স্থানীয় মানুষজন ছোট ছোট গাড়িতে এসেছে একবেলার পিকনিক করতে। এবং ফেরার সময় দেখলাম সেইসব পিকনিক পার্টির ফেলে যাওয়া পরিবেশ দূষণকারী বিষাক্ত থার্মোকলের থালা - বাটি, সস্তার প্লাস্টিকের গ্লাস এবং তারসাথে উচ্ছিষ্ট খাবার। এছাড়া

বীচ ধরে আরও একটু এগোলে অন্যান্য জায়গা একেবারে প্রায় ফাঁকা ও জনমানবহীন। অদূরে স্থলভাগের দিকটি সাদা কাশফুলের জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১০

ইউরোপের ডায়েরি (সপ্তম পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

ইতালির পালা শেষ। এবার অস্ট্রিয়া ঘোরা হবে। এই দেশ আমাদের কাছে অতটা পরিচিত নয়। এটা জানি যে এ দেশের রাজধানী হল ভিয়েনা।

সকালবেলায় হোটেলের আশেপাশে একটু ঘুরে নিলাম ।বেশ ভালো লাগছে। তারপরে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে রওনা হওয়া গেল। পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চললাম। দ্রাক্ষাক্ষেত রয়েছে মাঝে মাঝে । আরো কতরকমের গাছপালা।

মাঝপথে একবার গাড়ি থামলো । কিছু চেক করার ব্যাপার আছে । সবকিছু হয়ে গেলে বাস আবার চলতে শুরু করল।

অস্ট্রিয়া হল মধ্য ইউরোপের একটি সমৃদ্ধ দেশ, যা পূর্ব আল্পস অঞ্চলে অবস্থিত। এর চারদিকে রয়েছে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ,যেমন, জার্মানি , সুইৎজারল্যান্ড , ইতালি চেক রিপাবলিক, স্লোভেনিয়া,হাঙ্গেরি, প্রভৃতি । রাজধানী ভিয়েনা ছাড়াও এ দেশের অন্যান্য জায়গাগুলি হল, গ্রাজ , লিনজ , সলজবার্গ , ইনসব্রুক প্রভৃতি।

একসময় এই জায়গা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। পরবর্তীকালে জার্মান উপজাতিরা । এরপর ধীরে ধীরে এই স্থান বিকশিত হতে থাকে।

এই দেশ বিভিন্ন সময়ে নানা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হয়ে পড়ে ।হিটলারের নাৎসি জার্মানি এই দেশ অধিকার করে । পরে অবশ্য আবার মুক্ত হয় । এরপর এই দেশ নিজস্ব ছন্দে নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকে।

শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্য সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, সব কিছুতেই এই দেশ উৎকর্ষের সাক্ষর রেখেছে। বিখ্যাত সুরস্রষ্টা মোৎজার্ট ,বেথোভেন প্রভৃতিরা ছিলেন এখানকারই । আল্পাইন স্কিয়িং এ এদেশের ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা অতুলনীয় ।

এদেশের অনেক জায়গাই আল্পস অধুষ্যিত । সেই পর্বতের অপরূপ শোভা আমাদের মন ভরিয়ে দিল। প্রথমে যাওয়া হল বিখ্যাত সোয়রভস্কি ফ্যাক্টরিতে।তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, তাই সবাই বাস থেকে নেমেই পা চালিয়ে চলল ।

জায়গাটা খুব সুন্দর। সামনে বড় একটা পার্ক। সেখানে সবুজের মাঝে রয়েছে বিশাল এক দানবের অবয়ব যার মুখথেকে জলধারা বেরিয়ে আসছে। বেশ সুন্দর। এটা আসলে একটা মিউজিয়াম, সোয়ারভস্কি কৃস্টাল ওয়েল্টেন বা কৃস্টাল ওয়ার্ল্ড ।এর ভেতরে রয়েছে চেম্বারস অফ ওয়ানন্ডার্স ।

ভেতরটাও খুব সুন্দর। চারদিকে কৃস্টাল রয়েছে। সোফা, দেওয়াল, ওপরে , সব জায়গায়। রূপকথা আর আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখছি । নীলাঞ্জনা সোয়রভস্কি কৃস্টালের জুয়েলারী কেনায় ব্যস্ত। দোকানের লোকও উৎসাহ সহকারে সব দেখাচ্ছে।

অনেক কিছুই দেখি কিনলো। ক্যাশ কাউন্টারের চাইনিজ ভদ্রলোকও খুব খুশি। খুশি হবারই কথা।

কোলকাতাতেও সোয়রভস্কি জুয়েলারী শপ আছে, কিন্তু এখানকার ব্যাপারটাই আলাদা।

বাইরে বেরিয়ে ছবি তোলা হল।

এই জায়গাটা হল ইনসব্রুক ল্যান্ড ডিস্ট্রিক্টের ওয়াটেন্স শহরের অস্ট্রিয়ান টাইরোল এ। সোয়রভস্কি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ড্যানিয়েল সোয়রভস্কি।। পরবর্তীকালে আন্দ্রে হেলার তৈরী করেন কৃস্টাল ওয়ার্ল্ড। বাগানটাকে বলা হয় গার্ডেন অফ জায়ান্ট ।

বাইরে বেরিয়ে সবাই আলোচনা করতে লাগলো তাদের কেনা জুয়েলারী নিয়ে। খানিক পরে এক জায়গায় যাওয়া হল যেখানে অনেক রকমের টুপি, মাস্ক, ব্যাগ সব রয়েছে। ওরা ওদের জন্য সুন্দর টুপি কিনল আর আমাকে কিনে দিল সবুজ রঙের কাউবয় হ্যাট । তাছাড়াও কেনা হল ভেড়ার মাথার এক মাস্ক। এর আগে ইতালিতে একটা বড় সুন্দর মাস্ক কেনা হয়েছে।

এরপর একটু ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ঢোকা হল। এখানকার হোটেলটা বেশ বড় আর খাবার জায়গাটাও তাই । কন্টিনেন্টাল ফুডের বিশাল আয়োজন। খাওদাওয়ার পর একটু নাচগান হল। এখানে ডিস্কোথেক আছে।

পরদিন সকালে ঘুরতে বেরোনো হল। দেখা হল বিখ্যাত উলফসক্ল্যাম গর্জ বা উলফ গর্জ । অতি মনোরম জায়গা, তবে একটু কষ্ট করে যেতে হয় কাঠের সিঁড়ি আছে , পরে ব্রিজও আছে। দেখা হল সুন্দর জলপ্রপাত, জললধারা ।শোনা হল জলের গর্জন । ওপরে রয়েছে উপাসনালয় , সেন্ট গর্জেনবার্গ মনাস্ট্রি । সেখানে রয়েছে বাগান ও রেস্টুরেন্ট ।

কথিত আছে যে এখানে বহু পূর্বে নেকড়েরা বাস করত, সেই থেকেই এরকম নাম দেওয়া হয়েছে এই গিরিখাতের। নেকড়ে ও ভালুকরা থাকতো আশেপাশের জঙ্গলে এবং গুহায় আশ্রয় নিত।

একটু কষ্ট করলে এই সুন্দর জায়গা দেখা হয়ে যায়। কয়েকজনের বেশ কষ্ট হচ্ছিল ।কয়েকজন আসেওনি।

রেস্টুরেন্টে কফি খাওয়া হল। গল্প হল মালিকের সঙ্গে ।

জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি বললাম।
আমারও খুব ভালো লেগেছে। বলল রূপকথা। চলো এখানেই থেকে যাই।
তাহলে তো ভালোই হয়।
অনেক হয়েছে, এবার চলো। বলে উঠলো নীলাঞ্জনা হাসিমুখে।
হ্যাঁ, যাওয়া যাক।
আরো তো ঘোরা বাকি আছে। বললেন মিসেস শর্মা ।ওনার মনে হল আর ঘোরার ইচ্ছে নেই খুব একটা ।
হ্যাঁ, আছে তো। নীলাঞ্জনা বলল।

এবারে দেখা হল ইনসব্রুক ক্যাথেড্রাল বা ক্যাথেড্রাল অফ সেন্ট জেমস বা ডোম জু সেন্ট জ্যাকব । এটি একটি অষ্টাদশ শতকের রোমান ক্যাথলিক ক্যাথেড্রাল যা সেন্ট জেমস কে উৎসর্গীকৃত । আল্পসের প্রেক্ষাপটে সুন্দর স্থাপত্যের এই ক্যাথেড্রাল বেশ ভালোই লাগছে। এর দুটো টাওয়ার। ভেতরটাও বেশ সুন্দর। কিছু ফ্রেস্কো রয়েছে, যেগুলি সেন্ট জেমসের জীবনী নিয়ে তৈরী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই চার্চের প্রচুর ক্ষতি হয় , কিন্তু পরে তা সারিয়ে ফেলা হয়।

এরপরের দ্রষ্টব্য জিনিস হল টাইরোলিয়ান ফোক আর্ট মিউজিয়াম। এটি ইউরোপের সেরা মিউজিয়ামগুলির মধ্যে একটি । এখানে টাইরোল অন্চলের ঐতিহ্যশালী নিদর্শনগুলি রক্ষিত রয়েছে ,যার মধ্যে রয়েছে হস্তশিল্পের নিদর্শন, পোষাক , আসবাবপত্র ,ধাতুর জিনিস, মৃৎশিল্পের নিদর্শন প্রভৃতি। পুনরুদ্ধার করা গথিক, রেনেসাঁ ও বারোক যুগের কাঠের প্যানেল দেওয়া কক্ষও রয়েছে এখানে। এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন খামার বাড়ি থেকে।

ভালো লাগছে না। আমি বললাম নীলাঞ্জনাকে ।
দারুণ দারুণ! বলে উঠলো সে। আর বলবেই তো। ও তো নিজে শিল্পী। খুব ভালো ছবি আঁকে ।
আজ খুব ভালো ঘোরা হল। বললেন শ্রীনাথ । ইনি ইঞ্জিনিয়ার , এসেছেন বেঙ্গালুরু থেকে।
তা ঠিক। বললেন সুদীপ্ত ।

এবারে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা খাবার জায়গায় ঢুকে বেশ ভালো করে খেয়ে নেওয়া হল। সাথে সাথে গল্প চলতে লাগলো।

অস্ট্রিয়ার পালা শেষ। পরের গন্তব্য জার্মানি ।

এর পর আগামী সংখ্যায়

রঙে রেখায় রাজপুতানা (ষষ্ঠ পর্ব)

আদিত্য সেন

মনে পড়ে গেল বশিষ্ঠ বলেছিল, ক্যানভাসে রঙ মেশালে যে ফর্ম ফুটে ওঠে তার পেছনে থাকে শিল্পীর নিজস্ব একটা দৃষ্টি ও মানসিকতা। বশিষ্ঠ নিজের কথা প্রকাশ করতেই যেন মাঝে মাঝে কথামৃতের কথা ছুঁড়ে দেয়--বলে, এক হাজার বছর পরবর্তী ভারত তার কথামৃতের মধ্যে আমি রঙ খুঁজে পাই । নিজস্ব কথা বলবে কথামৃতের ভাষায়। শিল্পীর মানসিকতার একটা দিক বোঝা যায় রামকৃষ্ণের একটা গল্পে। তিনি এক কাঠুরের স্বপ্নের কথা বলেছেন। কাঠুরে স্বপ্ন দেখেছিল । একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল--তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি ? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম । ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি ? গল্পটা থেকে কেন -সে ব্যক্তি বললে, ওত স্বপ্ন, ওতে আর কি হয়েছে ? বেরিয়ে আসছে শিল্পীর মানসিকতা, ভাবলে ঠিক ধরতে পারবে । আসলে শিল্পীর চোখে যদি পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখবে শুধু আলো-ছায়ার খেলা। যে মনের নানা স্তর, আর তার আলো-ছায়ার চোখে জগৎ-সংসারকে দেখা, যাকে আজকাল আমরা বিভিন্ন পারস্পেকটিভ বলি, আঁকতে গিয়ে বলি ডিফারেন্ট এ্যাঙ্গেল, কোণ ও মাপ ও দৃষ্টি, থ্রী- ডাইমেনশনাল, তৃতীয় একটা পৃথিবী ভাসতে থাকে ফ্লাট-সলিড ফর্মের ওপর--এটাই চিত্র-জগতের আসল কথা। যা তুমি

এঁকেই আর যা তুমি আঁকনি -- দুটো মিলে অন্য একটা জগৎ বেরিয়ে এল তোমার সামনে। কল্পনাকে যেন রঙ চড়িয়ে স্বপ্নবৎ করলে রঙ, তুলি আর ভাবনা আর দেখবার দৃষ্টি দিয়ে তখন মানুষের ফর্মটাই পালটে গেল । দেখবার দৃষ্টি পালটে গেলেই পৃথিবীটা অন্যরকম লাগে। ইমপ্রেসনিস্টিক আর্টও ঠিক তাই।

--ধর, স্বপ্ন ও রিয়েলিটির সঙ্গে মিল ও অমিলটাকে রঙে ফোটান যায় । কিন্তু যে রঙ বাইরের ও ভেতরের এই দুই পৃথিবীকে দু'টি স্তরে খুলে ধরে সেটা ত শুধু স্বপ্ন নয়–তার মধ্যে মেশান থাকে নানা রঙের সংমিশ্রণ - যেমন ধর শুধু প্রকৃতি, গাছপালা, তার রঙ, শেড় নয়--রঙের গভীরে একটা যে বাতাবরণ ও অন্য পৃথিবী শিল্পীকে বিরাটভাবে টানছে–সেটাও যুক্ত হয়ে আছে শিল্পীর চৈতন্যে ।

সবচেয়ে মজা হল পৃথিবীর রূপ রঙ পালটাচ্ছে সারা দিনে কতবার। সকালবেলা যে আলো উদ্ভাসিত, দুপুরের লাইট এ্যাণ্ড শেড্ বা তার রঙ ও বিন্যাস কি এক? স্বপ্ন আর রিয়েলিটির মধ্যে অদ্ভূত একটা তালমিল সেটা সবার চোখে পড়ে না বলে কি সেই পার্থক্যটা নেই?

--রামকৃষ্ণ যেখানে শেষ করেছেন কাঠুরিয়ার স্বপ্নটা, কি চমৎকার। এত বড় পেইন্টিং কে করতে পারবে শুনি? অবনীন্দ্রনাথ যেমন রঙ-তুলি ছাড়াও কলম ধরেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই রঙ আর বিন্যাস আর সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে।

কাঠুরিয়া কি বলছে একবার লক্ষ্য কর, খুব মন দিয়ে শোন। কাঠুরিয়া বনে-নূর, তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন লতা, স্বপনে রাজ হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তাহলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য ।

নিবেদিতা ভাবে, আশ্চর্য এক মানুষ বশিষ্ঠ। সেদিন আমি আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দেব — আমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে ভেতরে ভেতরে হয়ত কষ্ট পেয়েছিল খুব, ভাবের বশে এসব কথা বলে গিয়েছিল, তার অনেকটাই ভুলে গেছি।

বশিষ্ঠের গুরুষাটাও মনে পড়ে, বলে ী খন একটা তেয়ার আঁকে, তুমি দেখ শুধু চেয়ার কারণ তুমি ফর্ম দেখতে অভ্যস্ত। গভীরতায় তন্ময় কি দেখবে জান? শুধু চেয়ার দেখবে না, দেখবে রঙের একটা সুন্দর আকৃতি। আর গভীরে আমার ান ল জীবনটাকে আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে সেই মনটা নিয়ে চলে ফিরে বেড়াতে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পার্টি করতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমি আপনার টুনটুনি পাখি,

কিন্তু আমি আজকাল উড়তে পারি না, পুরনো জীবন, অতীতের কতগুলি বোকামি আমাকে নদীর তী যেন নোঙর করে রাখে।

-তারপর, তারপর কি করেন, যখন টুনটুনি পাখি উড়ে যায়--?

-বিশাল একটা শূন্যতা। আমি তোমাকে তা বোঝাতে পারব না না-গাওয়ার ব্যথা বুকে বাজে, সে না-পাওয়ার ব্যথা যন্ত্রণা হয়ে মুখ ফুটে বেরোয় তাকে অনেক সময় ধরে রাখি কেতে, বা রঙে বা ক্যানভাসের ফ্রেমে। এর ছবিকে, সত্যি করে বলত, শুধু কি ফ্রেমে এঁটে রাখা যায় ? আজকাল ঠিকই, সেগুলি শুনি বহু নামে বিকোচ্ছেও বাজারে, ইদানিং আরটের মূল্য বেড়ে গেছে বলে কত শিল্পী শিল্পকর্মে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। এরা দেখে চেয়ারকে চেয়ারই। আমি দেখি রঙিন একটা গঠ ও গউরাণী। কি যে সব কথা। অর্ধেক কথা বুঝি, অর্ধেক বুঝি না।

নিবেদিতা কলেজে যাবার সময় এসব তাহ। লাইব্রেরীর দুটো এ- ফেরৎ দিতে হবে-আজ মাত্র দু'টি ক্লাস। যদি সময় পাই বশিষ্ঠের বাড়িতে, গিয়ে ওর একবার খোঁজ নিয়ে আসব। আমার নিজের কথা আর কি বলবো। বড় একঘেয়ে লাগে।

নিবেদিতা সামান্য দুটো টোস্ট ও এক গ্লাস দুধ খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। গেল।

এর পর আগামী সংখ্যায়

অন্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি

মল্হারের পনেরোয় পা

দেখতে দেখতে পনেরোয় পা দিল সল্টলেক তথা কলকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা মল্হার ডান্স একাদেমি। এই উপলক্ষ্যে সল্টলেকের ই জেড সি সি অডিটোরিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এদিন অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য-সদস্যারা পরিবেশন করেন সংগচ্ছদ্যম, নবশক্তি, গ্রাম বাংলা, বন্দে মাতরম, সিদ্ধিবিনায়ক সহ একগুচ্ছ অসামান্য নৃত্যানুষ্ঠান, যার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে থাকল অসম্ভব ভাবব্যাপ্তির সঙ্গে গ্রথিত গ্রন্থনা। অন্যান্য বছরের মতো অসামান্য এই অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ ছিল সংস্থার তরফে হাতে তুলে দেওয়া কুর্নিশ অ্যাওয়ার্ড। এবার এই অ্যাওয়ার্ড পেলেন পদ্মশ্রী বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আদ্যাপীঠের প্রধান ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশনের প্রধান অঞ্জন বোস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মনোজ ভার্মা , প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী লাজবন্তী রায় এবং অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র । এদিনকার অনুষ্ঠানে ঝকঝকে, নজরটানা কোরিওগ্রাফির পরিকল্পনায় ছিলেন শ্রীতমা বারিক।অনুষ্ঠানের সার্বিক সুষ্ঠু পরিকল্পনায় ছিলেন দেবোপম সরকার।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন